ইন্দ্রের আসন হাতছাড়া হ'ল বলে!

অরুণকান্তি ঘোষ

আরোহী'র ইন্দ্রাসন অভিযাত্রী দল এখন হাঁটছে বেসক্যাম্পের দিকে। আর কদিন পর শুরু হবে ওদের ধুন্ধুমার ক্লাইম্বিং সেশান। আরোহীর নিজস্ব পাতায় (ফেসবুক) তার রানিং কমেন্ট্রি থাকবে হয়তো। আপাতত, এই শুরুয়াতের সময়, রুদ্র'র নেতৃত্বে মার্চ করা দলকে শুভেচ্ছা জানাতে কলম ধরেছেন পত্রিকা সম্পাদক নিজে।

রাজার খেয়াল বলে কথা, তারওপর ইনি দেবরাজ, দেবতাদের মাথা। তা ইনি তাঁর সিংহাসনটিকে খুব খুবই ডিফিকাল্ট জায়গায় বানিয়েছেন। মতলব খুব সোজা নয়। হতে পারে, দেবতাদের ভিতরে দলাদলি, সিংহাসন বেদখল হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই মসনদ যত ডিফিকাল্ট জায়গায় থাকে ততটাই সেফ থাকেন তিনি। আমরা সামান্য ইনসান, কোন মুখে দেওরাজকে ক্রিটিসাইজ করি। দেওতা বলে কি তাঁর সেফ থাকার রাইট নেই? এপর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিক আছে। কিন্তু মুশকিল বাধিয়েছে রুদ্রপ্রসাদ, পার্থসারথি, ওমর-ফারুক, সত্যরূপ প্রমুখেরা। নামের মধ্যে দেখুন, কেমন দেবতা দেবতা গন্ধ! এখন হয়েছে কী, ওরা গত ছ'মাস ধরে ছক কষেছে দেওরাজের মসনদটির দখল নেবার। না না, বরাবরের জন্য নয়, এই একটা টেম্পোরারি পজেশন আর কী! গল্পকথা নয়, ওরা সাচমুচ বেরিয়েই পড়েছে। এগারোজনের দল, সঙ্গে পাঁচ শেরপা সিংহ। এ-যাত্রার একটা গালভরা নাম দিয়েছে ওরা, "মাউন্ট ইন্দ্রাসন অভিযান।" হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। ইন্দ্রাসন এক পর্বতচূড়ার নাম।

ইন্দ্র আর এক জায়গায় বেশ দিমাগের প্যাহ্চান দিয়েছে। যেসব জায়গায় জায়ান্ট বা লেজেন্ডরা রাজ করছে, যেমন শিবলিঙ, সতোপন্থ, শ্রীকৈলাশ; অন্যদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, অন্নপূর্ণা, গৌরীশঙ্কর – এসব প্রাইম রিজিয়নে ইনি কুর্সি এস্টাবলিশ করেননি। তুলনায় লেস-পপুলার পিরপাঞ্জালের মাঝামাঝি এক জায়গা বেছে

পেতেছেন তাঁর রত্নসিংহাসন। আবার দেখুন, পিরপাঞ্জালেও খাসমহল একটা ছিল – ওই যেখানে পপসুরা, ধরমসুরা, বা দেবার্চেন পর্বতেরা মিলে মাল্টিপ্লেক্স বানিয়েছে। ইনি সেই ভিড়ের মধ্যেও নেই। বহুক্রোশ দূরে আছেন। ওঁর একমাত্র সঙ্গী দেওটিব্বা।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই মনে পড়েছে, এই দেওটিব্বা এক্সপিডিশনে গিয়েছিল দুই রুদ্র (হালদার ও চক্রবর্তী) গত শীতে একেবারে ধুমাধার স্নো-ফল মাথায় করে। ওই তুলকালাম কাণ্ডের সাতকাহন আমাদের পত্রিকায় লেখা হয়েছে সিরিয়াল থ্রিলারের মতো। পড়েছেন আশা করি। মনে না পড়লে পুরনো সংখ্যায় চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন। এজন্য বলা যে, এবারের রাস্তাটাও এক। মানে কলকাতা থেকে চণ্ডীগড়, ওখান থেকে মানালি হয়ে জগতসুক। ওখান থেকে কদিনের হাঁটাপথে পিরপাঞ্জালের মূল প্রাচীরে ধূয়াঙ্গন খাঁজের কাছাকাছি বেসক্যাম্প। বেসক্যাম্পে রুটিন প্রস্তুতি ও কসরত সেরে চলবে ক্লাইম্বিং পর্ব। আগে পিরাপাঞ্জাল দেওয়ালের মাথায় চড়া। তারপর দেওটিব্বা ও ইন্দ্রাসনের কানেক্টর রিজ্ ধরে ফাইনাল মার্চ। দুলাইনে বলা গেল বটে, বাস্তবে ব্যাপার হাজারো রকমের যদি-কিন্তু ইত্যাদির ওপর নির্ভর করবে। যাক, এবার ইন্দ্রাসনের বেসিক ফিচারগুলো নিয়ে দুকথা সেরে রাখা দরকার।

ভৌগলিকভাবে ইন্দ্রাসন মানালির বেশ কাছে, ফলে এখানে বহু অভিযান হয়েছে অতীতে, আজও হচ্ছে। তবুও সামিট হয়েছে হাতে গোনা দুয়েকবার। এটি আগাগোড়া বড্ড টেকনিক্যাল, এবং ততটাই কঠিন। ক্লাইম্বারদের কাছে রিয়্যাল চ্যালেঞ্জ। তাই ইন্দ্রাসনকে বলা হয় মাউন্টেনিয়ার'স পিক। আগেই বলেছি, ধূয়াঙ্গন কলের নিচে বেসক্যাম্প থেকে ক্লাইম্ব শুরু হয়, তারপর কল পেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রাচীর ধরে উঠে সামিট পুশ চলে দক্ষিণ গিরিশিরা ধরে। সামিট রুটে চিমনি (ফাটলধরা দেওয়াল), ওভারহ্যাং, আইস ওয়াল, ক্রিভাস (বরফের ফাটল) ইত্যাদি থ্রিলিং এনকাউন্টার। এসবের সঙ্গে রক-ফল আর অ্যাভেলাঞ্চের চেতাবনি তো আছেই। সব মিলিয়ে একটা এক্সট্রিমলি এক্সাইটিং এক্সপিডিশন অপেক্ষা করে আছে।

এগারোজনের একটা ইনভিন্সিব্‌ল টিম। দলে আছে রুদ্রপ্রসাদ হালদার (লিডার), পার্থসারথি লায়েক (ডেপুটি লিডার), রুদ্র জুনিয়র (কোয়ার্টার মাস্টার), সত্যরূপ সিদ্ধান্ত (ম্যানেজার), জীবনলাল মল্লিক (অ্যাকাউন্ট্যান্ট), নৈতিক নস্কর (ইকুইপমেন্ট ম্যানেজার), দেবাশিস মজুমদার, শেখ ওমর ফারুক, কল্যাণাশিস চৌধুরী, নবীন চৌধুরী এবং সফিয়ার রহমান। অভিযানের বড় সহায়ক পাঁচ শেরপা বন্ধু—ফুরসেম্বা, নরবু, বিরে তামাং, সোনম তামাং ও সুলদিম শেরপা। রথী মহারথী মিলে দুর্দান্ত একটা ব্রিগেড। এদের রুখবে কে? ইন্দ্রের আসন হাতছাড়া হ'ল বলে!

এবারের বাজেটও বিশাল, ন'লক্ষ টাকা। অভিযাত্রীরা দিয়েছে পাঁচ লক্ষ। বাকি চারলক্ষের অনেকটা এসেছে দুই সংস্থা DVC এবং WBSEDCL-এর পক্ষ থেকে। এছাড়া ক্লাব সদস্য, গত বছরের ক্লাইম্বিং কোর্সের ট্রেনি, অজস্র বন্ধু তথা পাহাড়প্রেমীদের বাড়ানো হাত তো ছিল, আছে।

আরোহী'র অভিযাত্রীরা ২৮ মে কালকা এক্সপ্রেসে রওনা দিয়েছিল। ওরা এখন মানালিতে ফাইনাল মার্কেটিং সেরে নিয়েছে। রুদ্র'র সঙ্গে কথা হ'ল। বলছে, '১৯৬২ অক্টোবরে (১৩) প্রথম ইন্দ্রাসন সামিট হয়েছিল, একটা জাপানি দল (Kyoto University Alpine Club) এই সাকসেস পেয়েছিল। তারপর ওই হাতেগোনা দুই কি তিনজন... তবে আমরা আখরি-দম-তক লড়ে যাব। কাল মার্চ শুরু হচ্ছে।'

গুডলাক ক্যাপ্টেন। আমরা জানি, তোমরা পারবে। আর এও জানি যে, ব্যাপার বুঝে এবার ইন্দ্র নিজেই আপোসের জন্য তৈরি হয়ে আছে!